যুগান্তর

22 MAR 2003
৪ ... ৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

দুইটি বিবদমান ছাত্র সংগঠনের ধর্মঘট ও অবরোধের কারণে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বুধবার তাহাদের পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে নূতন শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা বিঘ্নিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে ব্যর্থ হয়। মঙ্গলবারও এই দুইটি ছাত্র সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে বেশ কয়েকজন আহত হয়। হামলার জন্য কে দায়ী, এখন উহা লইয়া চলিতেছে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ। কিন্তু যাহারা ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারিল না, এই সকল সংগঠনের নেতাদের তাহাদের কথা ভাবিবার সময় কোথায়? তাহাদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আগত ছাত্রছাত্রীদের কতটা বিরূপ ধারণা হইল, উহাও ধর্তব্যের বিষয় বলিয়া মনে হয় না। বৃহস্পতিবার ভর্তি পরীক্ষা চলাকালে একাধিক ছাত্র সংগঠন পরীক্ষা হলের নিকটে সমাবেশ করে এবং বক্তৃতা-গানে ভর্তিচ্ছুদের স্বাগত জানায়। ইহাতে যে পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিবার কাজ বিঘ্নিত হয়, সেই বিষয়টিও তাহাদের মনে আসে নাই। এই ধরনের সমাবেশ কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু উহা লংঘনকারীদের বিরুদ্ধে তাহারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। যাহারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য দেশের নানা স্থান হইতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আশায় ভিড় জমাইয়াছিল তাহারা এই দুইদিনের ঘটনা হইতে ভাল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তীব্র প্রতিযোগিতার পর ভর্তির সুযোগ পাইলে শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখিবার জন্য প্রতিনিয়ত কী কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করিতে হইবে, উহার খানিকটা আভাস বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীরা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মঘট, অবরোধ, অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধ, সেশনজট ইত্যাদি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষঙ্গে পরিণত হইয়াছে। গত বছর সরকার সমর্থক কিছু ছাত্র তাহাদের দাবি আদায়ের জন্য উপাচার্যের কার্যালয় ঘেরাও ও ভাংচুর করে। ২০০১ সালে ছাত্র আন্দোলন, বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ, অনির্ধারিত ছুটি ইত্যাদি কারণে ক্লাস হইতে পারিয়াছিল মাত্র ৭৩ দিন। একটানা আট মাসের অচলাবস্থার পর গত বৎসর মার্চ মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস পুনরায় শুরু হয়। ইহার জের এখনও চলিতেছে। সেশনজট তিন বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। নূতন শিক্ষাবর্ষে যাহারা ভর্তির সৌভাগ্য অর্জন করিবে তাহাদের ক্লাস কবে শুরু হইবে উহা বলা কঠিন। ছাত্র সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য যদি হয় ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণ সাধন, তাহা হইলে এই সকল সমস্যা সমাধানের প্রতিই তাহাদের মনোযোগ প্রদান করা উচিত। অথচ প্রকৃত ঘটনা হইল এই সকল সমস্যার মূলে রহিয়াছে তাহাদেরই অপরিণামদর্শী কর্মকাণ্ড। ক্যাম্পাসে কর্তৃত্ব-দখলদারিত্ব বজায় রাখিবার ধারা বদলাইতে না পারিলে কোন ছাত্র সংগঠনের পক্ষেই সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মন জয় করা সম্ভব হইবে না। ছাত্রছাত্রীরা যাহাতে শহরের কোলাহলমুক্ত পরিবেশে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিতে পারে, সেই লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই হাটহাজারী এলাকার মনোরম পাহাড়ঘেরা এলাকায় ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপন করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্যে হানাহানি নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হইয়াছে। ইহার খেসারত দিতে হয় সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের। ছাত্র সংগঠনগুলির নিকট কী সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ কখনোই মুখ্য হইয়া উঠিবে না? বুদ্ধির কী জয় হইবে না?